

বদনজর, জাদু ও জিনের
কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা চিকিৎসা
আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
সম্পাদনা
উমার ফারুক আব্দুল্লাহ
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

www.downloadbdbooks.blogspot.com

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃ:
১	লেখকের আবেদন	5
২	বদনজর	7
৩	(ক) নজরলাগার অর্থ	7
৪	(খ) নজরলাগার হকিকত	8
৫	(গ) নজরলাগার প্রকার	10
৬	(ঘ) নজরলাগার কারণে যে সকল রোগ হয়ে থাকে	11
৭	জাদু	12
৮	(ক) জাদুর অর্থ	12
৯	(খ) জাদুর হকিকত	12
১০	(গ) জাদুর বিধান	16
১১	(ঘ) জাদুর প্রকার ও জাদুকরের শাস্তি	17
১২	(ঙ) জাদুকরদের কিছু আলামত-লক্ষণ	19
১৩	জিন	21

নং	বিষয়	পৃ:
১৫	জিনের হকিকত	21
১৬	বদনজর, জাদু ও জিনের আসরের কিছু আলামত	25
১৭	(ক) যে সকল আলামত ঝাড়ফুক করার পূর্বে রোগীর মাঝে দেখা যায়	25
১৮	(খ) যে সকল উপসর্গ ও লক্ষণ ঝাড়ফুক করার সময় দেখা যায়	30
১৯	ঝাড়ফুক ও তার প্রকার	33
২০	বৈধ ঝাড়ফুকের জন্য শর্তসমূহ	34
২১	পূর্ণ উপকারের জন্য	34
২২	ঝাড়ফুক দ্বারা চিকিৎসার জন্য কিছু নীতিমালা ও শর্ত	36
২৩	চিকিৎসা	47
২৪	প্রথমত: বদনজর, জাদু ও জিন থেকে বাঁচার উপায়	47
২৫	দ্বিতীয়ত: বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসা	49

নং	বিষয়	পৃ:
২৬	সকাল-বিকাল বিশেষ পঠনীয় অজীফা	56
২৭	ফরজ সালাতের পর পঠনীয় অজীফা	61
২৮	নিরাপদে থাকার জন্য আরো কিছু জরুরি দোয়া ও অজীফা	67
২৯	জাদু ও জিনের ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ	78
৩০	আরোগ্যলাভের আরো কিছু ঝাড়ফুঁকের আয়াত	81
৩১	মৃত অন্তরের জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ	82
৩২	অন্তর প্রশস্তের জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ	87
৩৩	মনে প্রশান্তির জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ	88

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

বর্তমানে বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিরকি ঝাড়ফুক ও তাবিজের ব্যবসা করছে অনেকে। আর এর দ্বারা মানুষের ঈমান ও অর্থ লুটে নিচ্ছে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা। এদের খপ্পড় থেকে বাঁচার জন্য “বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসা” বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আমাদের এ ছোট প্রয়াস। আশা করি এ থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। ইন শাআল্লাহ।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা‘য়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যারা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের স্কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল।

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।

১৮/১২/১৪৩২হি:

১৫/১১/২০১১ ইং

বদনজর

(ক) নজরলাগার অর্থ:

নজর অর্থ চোখ বা দেখা বা দৃষ্টিপাত। যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি আশ্চর্য হয়ে কিংবা মজাক অথবা হিংসা করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত: “বারাকাল্লাহ্ ফীকা” বা “বারাকাল্লাহ্ ফীহ্” বা “মা শাআল্লাহ” দোয়া না বলে মনে মনে বা সশব্দে তার গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান সে সময় বর্ণিত ব্যক্তি বা জিনিসের মাঝে দুকে পড়ে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিতগ অনুমতিক্রমেই ক্ষতি করে বসে। চোখ বা দৃষ্টিশক্তি স্বয়ং নিজে কোন ক্ষতি করতে পারে না; তাই তো অন্ধ মানুষের দ্বারাও নজরলাগে। সাধারণত চোখ দ্বারা দেখার পরই দোয়া ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করলে বর্ণিত ব্যক্তির সমস্যা হয় বলে নজরলাগা বলা হয়।

নজর কখনো নিকটের মানুষ ও প্রিয়জন এবং ভাল ব্যক্তির পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত আশ্চর্য ও মজাক করেও লাগে। এমনকি নিজের উপর নিজের নজর বা আপনজন তথা স্ত্রী, সন্তান বন্ধু-বান্ধুবি ইত্যাদির প্রতি

লাগতে পারে। আবার কখনো হিংসুক ও নোংরা স্বভাবের লোকের নজরলাগে যা খুবই মারাত্মক যাকে বদনজর বলা হয়।

নজর যে কোন জিনেসের উপর লাগতে পারে। চাই তা মানুষ হোক বা জীবজন্তু হোক বা গাছ-পালা বা ফল-ফরালি হোক কিংবা বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি।

(খ) নজরলাগার হকিকত:

১. নবী [ﷺ] বলেন:

« إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَبْرِكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ » . رواه أحمد وصححه الألباني في

السلسلة الصحيحة رقم: ٢٥٧٢

“যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অথবা নিজের কিংবা তার সম্পদের কিছু দেখে আশ্চর্যবোধ করে তখন যেন তার জন্য বরকতের দোয়া করে; কেননা নজরলাগা সত্য জিনিস।” [আহমাদ, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন—সিলসিলা সহীহা হা: নং ২৫৭২]

২. নবী ﷺ বলেন:

«الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

رواه مسلم.

“নজর লাগা সত্য। যদি কোন কিছু ভাগ্যের লিখনকে অতিক্রম করত, তাহলে নজরলাগাই করত।”
[মুসলিম]

২. নবী ﷺ আরো বলেন:

«أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قِضَاءِ اللَّهِ وَ قَدَرِهِ

بِالْأَنْفُسِ» . يَعْنِي بِالْعَيْنِ . رواه الطحاوي في مشكل الآثار.

“আল্লাহর ফয়সালা ও ভাগ্যের পরে আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় নজরলেগে।”
[হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে': হা: নং ১২০৬]

৩. নবী ﷺ আরো বলেন:

«الْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ».

“বদনজর (মানুষকে) কবরে এবং উটকে পাতিলে প্রবেশ করাই ছাড়ে।” [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে': হা: নং ৪১৪৪]

(গ) নজরলাগার প্রকার:

১. **কষ্টদায়ক নজরলাগা:** ইহা যে কোন মানুষ দ্বারা হতে পারে। যখন আল্লাহর জিকির ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান হাজির হয় এবং বর্ণনা শুনামাত্র বর্ণিত ব্যক্তির মাঝে প্রবেশ করে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছায় প্রভাব ফেলে। মজাক করে বা আশ্চর্য হয়ে বললেও নজরলাগে। ইহা একান্ত নিজস্ব মানুষ বা নিজের প্রতি নিজেরও নজরলাগে।
২. **ধ্বংসাত্মক নজরলাগা:** ইহা কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ দ্বারা হয়। যখন দোয়া ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করে তখন শয়তান বর্ণিত ব্যক্তি বা নিজের মাঝে প্রবেশ করে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিগত অনুমতিক্রমে তা ধ্বংস করে ফেলে। এ ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন:

« أَلْعَيْنُ حَقٌّ وَيَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ ».

“নজরলাগা সত্য এবং (গুণাগুণ বর্ণনার সময়) শয়তান ও বনি আদমের হিংসা হাজির হয়।” [মুসনাদে

আহমা: হা: নং ২১৪৩৯, শাইখ আলবানী যঈফ বলেছেন, সিলসিলা যঈফা হা: নং ২৩৬৪]

(ঘ) নজরলাগার কারণে যে সকল রোগ হয়ে থাকে:

শরীরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাথা, একাধিক প্রকারের ক্যান্সার, হার্ট এট্যাক (Heart Attack), শ্বাসকষ্ট-হাঁপানি, অবশ হওয়া (Paralysis), বন্ধ্যাত্ব, সুগার (Sugar), ব্লাড প্রেশার, মহিলাদের মাসিক ঋতুর অনিয়ম ও কিছু গোপন রোগ যেমন: মলাশয় (Colon) এবং কিছু মানসিক রোগ ইত্যাদি।

জাদু

(ক) জাদুর অর্থ:

১. জাদুর শাব্দিক অর্থ: জাদু এমন সূক্ষ্ম ও অদ্ভুদ কর্মকাণ্ড যার কারণ গোপনীয় ও অজানা হয়।

২. জাদুর পারিভাষিক সংজ্ঞা: এমন কিছু গিরা-গ্রন্থি ও মন্ত্র এবং বাণী বা লিখিত জিনিস যার মধ্যে কুফরি, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করত: জিন ও শয়তানকে সম্ভ্রষ্ট করে তাদের সাহায্য নিয়ে করা হয়। আবার কিছু আছে যা ম্যাজিক দ্বারা ভেলকিবাজরা হাতছাফাই ও চতুরতা দ্বারা মানুষকে নজরবন্দী করে থাকে। ইহা মনের ধারণা ও ধোঁকাবাজি যা প্রকৃতি পক্ষে বাস্তবের বিপরীত।

(খ) জাদুর হকিকত:

১. আল্লাহ তা'য়ালার জাদু সম্পর্কে বলেন:

+ *) (& % \$ # " ! [
 4 3 2 1 0 / . - ,

@ ? > = < ; : 8 7 6 5
 L K J I H G F D C B A
 Z Y W V U T S R Q P O M
 f edcb a ` _] \ [
 r q pn ml kj ih g

البقرة: ١٠٢ Zs

“তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরি করেনি, শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ে না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর (কাওনী-সৃষ্টিগত) আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের

ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে তা খুবই মন্দ-যদি তারা জানত।” [সূরা বাকারা:১০২]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ. متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জাদু করা হয়েছিল। এমনকি জাদুর প্রভাবে তাঁর কাছে এমন কিছু কাজের ধারণা হত যা তিনি করেননি।” [বুখারী ও মুসলিম]

৩. নবী [ﷺ] বলেন:

« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ ». متفق عليه.

“তোমরা ৭টি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক।” সাহাবাগণ বললেন, সেগুলো কি কি হে আল্লাহর

রসূল? “তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক, জাদু---
----।” [বুখারী ও মুসলিম]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, জাদুর কুপ্রভাব রয়েছে। ইহা হলো আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়ালজামাতের সঠিক আকিদা। জাদুর বিভিন্ন প্রকার ও রকমারি রয়েছে। জাদুর দ্বারা জাদুকৃত ব্যক্তি বা জিনিসের ক্ষতি সাধান করাই জাদুকরদের মূল উদ্দেশ্য হয়। জাদুর দ্বারা জাদুকৃত ব্যক্তির অন্তরে, বিবেকে ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভাব পড়ে। এর ফলে কোন জিনিস থেকে ফিরে যায় আথবা কোন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এ জন্যেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসা সৃষ্টিকারী জাদুকে ‘আতফ’ তথা ভালবাসা সৃষ্টিকারী এবং সম্পর্ক ছিন্‌করী জাদুকে ‘স্বরফ’ তথা বিরত রাখার জাদু বলে, যা জাহেলিয়াতের যুগে করা হত। জাদু দ্বারা হত্যা, অসুখ-বিসুখ, সহবাস থেকে বিরত, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন ও ভালবাসা ইত্যাদি হারাম কাজ করা হয়।

(গ) জাদুর বিধান:

জাদু বড় শিরক ও কুফরি। জাদুর সমস্ত কারবার তথা জাদু শিখা বা শিখানো অথবা করা বা করানো কিংবা জাদুর সাহায্যে চিকিৎসা অথবা জাদু প্রদর্শন ইত্যাদি সবই কুফরি। আবার এমন কিছু জাদু আছে যা ছোট শিরক ও ছোট কুফরির পর্যায়ে।

জাদু দু'দিক দিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

(এক) জাদুকররা জাদুতে জিন ও শয়তানদেরকে ব্যবহার করে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের নামে কুরবানি, ভোগ, সেজদা ইত্যাদি করে থাকে। জাদু শয়তানদের শিক্ষা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বলেন:

1 ○ / . - , + [

البقرة: ١٠٢ Z

“বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।” [সূরা বাকারা: ১০২]

(দুই) জাদুর মাঝে ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 [

٦٥ النمل Z F E

“বলুন, আসমান ও জমিনে যারা আছে আল্লাহ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানে না।” [সূরা নামাল:৬৫]
আর আল্লাহর সঙ্গে অংশী দাবি করা কুফরি ও ভ্রষ্টতা।

(ঘ) জাদুর প্রকার ও জাদুকরের শাস্তি:

জাদু দুই প্রকার:

১. **শিরকি জাদু:** ইহা শয়তানদের মাধ্যম করা হয়। জাদুকররা শয়তানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানি ও এবাদত ইত্যাদি করে থাকে যা বড় শিরক।
২. **জুলুম ও সীমালঙ্ঘনকর জাদু:** ইহা প্রতিষেধক ও ঔষধ দ্বারা মানুষকে কষ্ট ও তাদের উদ্ভিষ্ট বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য করে।

আর যেসব খেলাধুলা দ্বারা দ্রুত নড়াচড়া, শরীরের শক্তি, হাতছাফাই, তেলসমতি ও প্রতারণা এবং

ভেষজদ্রব্য ইত্যাদি মাধ্যমে বাস্তবের বিপরীত প্রকাশ করে থাকে। এসব ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা।

আর জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা। যদি তার জাদু বড় কুফরি পর্যায়ের হয়, তাহলে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে। আর যদি কুফরি পর্যায়ের না হয়, তাহলে তার অনিষ্ট ও বিপর্যায় থেকে বাঁচার জন্য হত্যা করতে হবে।

عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِةَ يَقُولُ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ أَنْ
اقتلوا كلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. فَقتَلْنَا ثَلَاثَةَ سَوَاحِرٍ.

১. বাজালা ইবনে আব্দাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: উমার ইবনে খাত্তাম [রাঃ]-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে আমাদের নিকট তাঁর ফরমান আসে: প্রতিটি জাদুকর ও জাদুকরীকে হত্যা কর।----বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমরা তিনজন জাদুকরকে হত্যা করি। [আহমাদ:১/১৯০, আবু দাউদ হা: নং ৩০৪৩ ও বাইহাকী:৮/১৩৬]

২. হাফসা বিন্তে উমার [রা:] নবী [সঃ]-এর স্ত্রী। তাঁর একজন দাসী ছিল। সে তাঁকে জাদু করেছিল এবং

স্বীকার করে তা বের করে দিয়েছিল। অতঃপর হাফসা [রা:] তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। [বাইহাকী: ৮/১৩৬]

৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্মাল (রহ:) বলেন: জাদুকরকে হত্যা তিনজন সাহাবী থেকে প্রমাণিত। জাদুকর যদি তওবা করে, তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে কি হবে না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সঠিক মতে তার তওবা কবুল করা হবে।

(ঙ) জাদুকরদের কিছু আলামত-লক্ষণ:

১. রোগীকে তার নাম ও মার নাম জিজ্ঞাসা করা; যদিও নাম জানা না জানার সঙ্গে চিকিৎসার কোন সম্পর্ক নেই।
২. রোগীর শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন কোন জিনিস তলব করা। যেমন: গেঞ্জি ইত্যাদি।
৩. কখনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পশু-পাখী তলব করা। যেমন: কালো বা লাল রঙের মুরগী বা খাশী ইত্যাদি, যা জিনের জন্য জবাই করে। আবার

কখনো সে পশুর রক্ত দ্বারা রোগীর শরীর রঞ্জিত করে।

৪. জাদু মন্ত্র লেখা বা পড়া যা বুঝা যায় না এবং যার কোন অর্থও নেই।
৫. রোগীকে চতুর্ভুজ দাগ কাটা কাগজের ভিতরে বিভিন্ন অক্ষর ও নম্বর লিখা পেপার দেওয়া।
৬. রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে মানুষ থেকে দূরে অন্ধকার ঘরে একাকী থাকতে বলা।
৭. রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে পানি স্পর্শ করতে বারণ করা।
৮. রোগীকে কিছু দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে নির্দেশ করা।
৯. রোগীকে নির্দিষ্ট কোন পেপার দিয়ে তা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া গ্রহণ করতে বলা।
১০. রোগীর কথা বলার বা শুনার পূর্বে তার কিছু বৈশিষ্ট্য বলা, যা কেউ জানে না অথবা তার নাম, শহর ও রোগের কথা বলা।
১১. রোগীর প্রবেশের সাথে সাথে অথবা টেলিফোন বা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে তার রোগনির্ণয় করা।

জিন

Ø জিনের হকিকত:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

*) (' & % \$ # " ! [

۲۷۵ البقرة: Z S .- , +

১. “যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।” [সূরা বাকারা: ২৭৫]

২. নবী ﷺ বলেন:

« إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ». متفق عليه.

“নিশ্চয় শয়তান বনি আদমের ধমনীসমূহে চলাচল করে।” [বুখারী ও মুসলিম]

৩. নবী ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে বলেন:

« إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتْ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذَتْهُ فَأَرَدَتْ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَحْي

سُلَيْمَانَ رَبِّ [هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي] فَرَدَّدَتْهُ
خَاسِتًا». رواه البخاري.

□
“গত রাতে একজন দুষ্ট জিন হঠাৎ করে এসে আমার সালাত নষ্ট করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা‘য়ালা আমাকে তাকে ধরার শক্তি দান করেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছা পোষণ করি, যাতে করে তোমরা সবাই সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলায়মান (আঃ)-এর কথা: “আর এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কাউকে করবে না।” [সূরা স্বদ: ৩৫] স্মরণ করে ছেড়ে দিয়েছি। আর তাকে নিরাস করে ভাগিয়ে দিয়েছি।” [বুখারী]

৪. নবী [ﷺ]-এর নিকট একজন পাগল বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলে তিনি [ﷺ] বলেন:

« اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَبَرًّا ». أحمد والبيهقي.

“আল্লাহর দুশমন বের হও! আমি আল্লাহর রসূল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাচ্চাটি আরগ্য লাভ করে।” [আহমাদ ও বায়হাকী]

৫. আল্লাহ তা‘য়ালা সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য জিনকে অধীন করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বাণী:

(' & % \$ # " ! [
 الأنبياء: ٨٢ Z. - , + *)

“আর আমি অধীন করেছি শয়তানের কতককে, যারা তার (সুলায়মান) জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।” [সূরা আশ্শিয়া:৮২]

৬. আল্লাহ তা‘য়ালা তাঁর হাবীব [ﷺ]কে জিন ও ইনসানের জন্য নবী ও রসূল করে প্রেরণ করেছেন। জিনরা নবী [ﷺ]-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে নিজেদের জাতির কাছে তার দাওয়াত করেছে। জিন নামে আল্লাহ তা‘য়ালা কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন।

৭. আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা, জিনদেরকে আগুন দ্বারা এবং মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জিনদের মাধ্যে ভাল-মন্দ, মুসলিম-কাফের রয়েছে যেমন রয়েছে মানুষের মাঝে।
৮. জিনরা বিইয়নিল্লাহ তথা আল্লাহর কাওনী অনুমতিতে মানুষের উপকার ও ক্ষতি এমনকি হত্যা করে থাকে এবং মানব শরীরে প্রবেশ বা আসর করতে পারে।
৯. জিনরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমন: সাপ ও কুকুর এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতি ধারণ যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।
১০. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ:) বলেন: মানুষের উপর জিন আসর করে বা তার মাঝে প্রবেশ করে ইহা মুসলমানদের কেউ অস্বীকার করে না। বরং ইহা আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা। আর যে অস্বীকার করে সে শরিয়তকে মিথ্যারোপ করে।
[মাজমুউল ফাতাওয়া:২৪/২৭৬-২৭৭]

বদনজর, জাদু ও জিনের আসরের কিছু আলামত:

নিশ্চয় নজরলাগা, জাদু ও জিনের আসরের কিছু আলামত ও উপসর্গ রয়েছে যা রোগীর মাঝে দেখা যায়। এগুলো একটি অপরটির সদৃশ্যপূর্ণ যার পার্থক্য করা বড় কঠিন। রোগীর মধ্যে এর সবগুলোই এক সঙ্গে পাওয়া শর্ত নয়। বরং কখনো কিছু আলামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার কখনো শারীরিক বা মানসিক রোগের কারণে হয়ে থাকে, যার নজরলাগা বা জাদু কিংবা জিনের আসরের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। উপসর্গ ও আলামতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

(ক) যে সকল আলামত ঝাড়ফুক করার পূর্বে রোগীর মাঝে দেখা যায়:

১. হঠাৎ করে কোন ভালবাসার জিনিস ঘৃণা বা ঘণীত জিনিস ভালবাসায় পরিণত হওয়া।

২. সুস্পষ্ট কোন ডাক্তারী কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের ও বেশি বেশি রোগ হওয়া।
৩. অন্তরে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা, বিশেষ করে আসর ও মাগরিবের সালাতের পর।
৪. কাজ করতে অপছন্দ, সমাজ ও লেখাপড়ার প্রতি অনীহা এবং একাকী থাকা পছন্দ করা।
৫. বিভিন্ন কাজ করেছে মনে করা কিন্তু সে আসলে করে নাই এমন হওয়া।
৬. চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া অথবা হলুদ হওয়া কিংবা কোন কারণ জানা ছাড়াই শরীরে নীল বা বাদামী রঙ্গের দাগ প্রকাশ পাওয়া।
৭. বারবার মাথা ব্যাথা বা হঠাৎ করে জ্বর হওয়া।
৮. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকা এবং দু'জনের মাঝে ঘৃণা বাড়তেই থাকা। অথবা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া।
৯. জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন খেয়ালের স্বপ্ন দেখার ধারণা হওয়া।

১০. অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা, সর্বদা ক্লান্ত অনুভব করা এবং খানাপিনার রুচি না থাকা।
১১. চলতে বারবার ভারসাম্য না থাকা অনুভব করা।
১২. দুই কানে বা এক কানে বারবার শৌ শৌ আয়াজ শূনা।
১৩. মহিলাদের নিচ পেটে ব্যথা হওয়া বা রক্ত খরণ হওয়া, বিশেষ করে মাসিক চলা কালিন। অথবা বারবার এস্ট্রোহাযা তথা প্রদর-লিকুরিয়া স্ত্রীরোগ হওয়া।
১৪. ছোট কারণে ভিষণ রাগ হওয়া।
১৫. সবসময় ঘুমের ইচ্ছা হওয়া এবং গভীর ঘুম হতে জাগার পর কষ্ট পাওয়া।
১৬. কে জেন তার নাম ধরে ডাকতেছে এমন শূনা কিন্তু কাউকে দেখে না।
১৭. পিঠের শেষ ভাগে বা মধ্যখানে কিংবা দুই কাঁধের মাঝে সর্বদা চলমান ব্যথা অনুভব করা।
১৮. চর্ম এলার্জি যা চুলকায় এবং পেট ফুলে-ফাঁপে ও কখনো কখনো শরীরে দানা প্রকাশ পাওয়া।

১৯. বারবার কঠিৎ আমাশা হওয়া অথবা পেটে বেশি বেশি গ্যাস কিংবা অম্ল বা জ্বালা-পুড়া অথবা স্থায়ী কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া।
২০. দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া ও দেখাতে সুস্পষ্ট বাঁকা দেখা।
২১. সবসময় দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, আতঙ্ক ও ভিষণ ভয় পাওয়া।
২২. মনের ভিতর কঠিন শক্ত ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ-সংশয়) জাগা।
২৩. সর্বদা মন-মগজ চনচল ও বেশি বেশি ভুলে যাওয়া।
২৪. আল্লাহর জিকিরে বাধা এবং এবাদত করতে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া।
২৫. অস্বাভাবিক ঘামের গন্ধ বা আশ্চর্য ধরণের দুর্গন্ধ কিংবা এমন গন্ধ যা রোগী পায় কিন্তু পাশের অন্য কেউ পায় না। এ ছাড়া এর সঙ্গে বেশি বেশি ঘাম বের হওয়া কিংবা বারবার পেশাব হওয়া।
২৬. যৌনশক্তি দুর্বল হওয়া ও স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সহবাসের অনীহা প্রকাশ করা।

২৭. বারবার ও কষ্টদায়ক আক্রমণস্বক স্বপ্ন দেখা।
কষ্টদায়ক জীবজন্তু দেখা। যেমন: কালো সাপ বা
কালো কুকুর কিংবা কালো বিড়াল। এছাড়া অন্য
কিছু যেমন: উট কিংবা কবরস্থান বা ময়লা ফেলার
স্থান বা উপর থেকে পড়ে যাওয়া অথবা গভীর
পানিতে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি দেখা।
২৮. ঘুমের ঘরে বারবার কথা বলা, শব্দ করে দাঁত
কিড়মিড় করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও হঠাৎ করে কান্না
করা।
২৯. ঘুমের ঘরে বারবার বুকের উপরে প্রচণ্ড ভারী
অনুভব করা।
৩০. ঘুমের ঘরে বারবার চলাফিরা করা কিংবা বারবার
অনিদ্রা অথবা ঘুম হতে আতঙ্কিত অবস্থায়
দাঁড়ানো।

(খ) যে সকল উপসর্গ ও লক্ষণ বাড়ফুক করার সময় দেখা যায়:

১. মাটিতে পড়ে যাওয়া অথবা খিঁচুনি হওয়া।
২. বুকের মধ্যে সন্ধির্গতা অনুভব করা।
৩. চোখের পশম দ্রুত নড়াচড়া করা।
৪. কঠিনভাবে চিৎকার করা।
৫. পেটের ব্যথা ও কুরকুর শব্দ করা কিংবা পেট ফুলে যাওয়া।
৬. আওয়াজ পরিবর্তন হওয়া বা আশ্চর্য শব্দ বের হওয়া।
৭. গলার কোন একটি রগ ফুলে যাওয়া।
৮. তন্দ্রা বা ঘুম চলে আসা।
৯. কোন কারণ ছাড়াই হাসা বা কাঁদা।
১০. মাথা ঘুরে উঠা বা শরীর মেজমেজ করা কিংবা বমি হওয়া এবং অস্বাভাবিক আকৃতি ও রঙ্গের জিনিস বমির সাথে বের হওয়া।
১১. প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হওয়া।

১২. শরীরের পার্শ্ব ভারি লাগা কিংবা অবশ হওয়া অথবা খোঁচা মারা মনে করা বা বেশি তাপ কিংবা বেশি ঠাণ্ডা হওয়া।
১৩. শরীরের পার্শ্ব থেকে কোন অংশ খসে পড়া অনুভব করা।
১৪. শরীরের বিভিন্ন ধরণের ও অস্থায়ী ব্যাথা হওয়া।
১৫. শরীরের কোন কোন অংশ কাঁপা।
১৬. বেশি বেশি কফ বের হওয়া।
১৭. দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে বাঁকা দেখা বা শরিরার ফুল দেখা।
১৮. নিজের অজান্তে কথা বলা।
১৯. বেশি বেশি বিশেষ করে পিঠে ঘাম বের হওয়া।
২০. কোন সর্দি ইত্যাদি ছাড়াই চোখ থেকে অশ্রু বা নাক হতে পানি বের হওয়া।
২১. বারবার হাই উঠা বা দীর্ঘশ্বাস ফেলা।
২২. শরীরে চুলকানি বা দানা কিংবা লাল হওয়া।
২৩. নিজে ঝাড়ফুঁকের সময় কঠিন অপারগতা অনুভব এবং পূর্ণ করতে অনিচ্ছা হওয়া।
২৪. সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হওয়া।

-
২৫. বেহুশ হওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া।
 ২৬. চেহারা কালো হওয়া এবং রোগী বমি করলে চেহারা আলোকিত হওয়া।
 ২৭. পাকস্থলী থেকে মুখ দ্বারা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হওয়া।
 ২৮. হঠাৎ করে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং বাড়তেই থাকা।
 ২৯. দুই চোখ বন্ধ করা বা বড় বড় চোখে দেখা।
 ৩০. কুরআনের কিছু আয়াত দ্বারা দম করা পানি পান করার সময় মুখে তিতা অনুভব করা।

ঝাড়ফুক ও তার প্রকার

ঝাড়ফুককে আরবীতে “রুকযাহ” বলে। রুকযাহ হলো: যার দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং আরোগ্যের জন্য রোগীকে তা দ্বারা ঝাড়ফুক করা হয়।

Ø ঝাড়ফুক চার প্রকার:

১. আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনের আয়াত ও তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলী দ্বারা ঝাড়ফুক। ইহা জায়েজ বরং উত্তম।
২. সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত জিকির-আজকার ও দোয়াসমূহ দ্বারা ঝাড়ফুক। ইহাও জায়েজ।
৩. এমন জিকির-আজকার ও দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুক যা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতও নয়। ইহাও জায়েজ।
৪. এমন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুক করা যার অর্থ বুঝা যায় না যেমনভাবে জাহিলী যুগে করা হত। এ প্রকার মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুক করা হারাম এবং এ হতে দূরে

থাকা ওয়াজিব; কারণ এর মধ্যে শিরক থাকতে পারে অথবা শিরক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

Ø বৈধ ঝাড়ফুঁকের জন্য শর্তসমূহ:

১. আল্লাহর কালাম পাক কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা হতে হবে।
২. আরবি ভাষায় হতে হবে অথবা এমন ভাষা দ্বারা হতে হবে যার অর্থ রোগী বুঝে।
৩. যিনি ঝাড়ফুঁক করবেন (চিকিৎসক) এবং যার ঝাড়ফুঁক করা হবে (রোগী) উভয়ে এ বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়ফুঁক স্বয়ং নিজে কোন প্রকার প্রভাব করতে পারে না। বরং বিইযনিল্লাহ তথা আল্লাহর অনুমতিতে ঝাড়ফুঁকের প্রভাব পড়ে।

Ø পূর্ণ উপকারের জন্য:

যে সকল জিনিস চিকিৎসক ও রোগীর মাঝে থাকলে আল্লাহ চাহে ঝাড়ফুঁক দ্বারা পূর্ণ উপকার পাওয়া যায়:

১. ঝাড়ফুঁককারী সৎ ও আমলদার ব্যক্তি হওয়া।

২. কোন রোগের জন্য কোন আয়াত ও জিকির উপযুক্ত তা ঝাড়ফুককারীর জন্য জানা।
৩. রোগীকে সঠিক ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া এবং সর্বপ্রকার হারাম কার্যাদি ও জুলুম থেকে বিরত থাকা; কারণ ঝাড়ফুক অধিকাংশ সময় পাপ ও নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে প্রভাব ফেলে না।
৪. রোগীর একিন সহকারে এ বিশ্বাস রাখা যে, আল-কুরআন মহাঔষধ ও রহমত এবং উপকারী চিকিৎসা।

ঝাড়ফুক দ্বারা চিকিৎসার জন্য কিছু নীতিমালা ও শর্ত:

১. এখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো প্রতিটি কাজের মূল ভিত্তি। নিঃসন্দেহে একজন মুখলিস ঝাড়ফুকদাতার ঝাড়ফুক রোগীর জন্য উপকারী। আল্লাহ তা'য়ালার দ্বারা মানুষের ফায়দা পৌঁছিয়ে থাকেন। এখলাসের দ্বারাই এ ময়দানের চিকিৎসকদের মর্যাদা বাড়ে এবং ইহাই হচ্ছে ঝাড়ফুকের শক্তির হকিকতের মূল মাপকাঠি। যখন একজন মুখলিস রাকী (ঝাড়ফুককারী) রোগীর চিকিৎসা আল্লাহকে খুশী করার জন্য করে এবং মনে রাখে আল্লাহর বাণী:

المائدة: ZJ < : 9 8 7 6 [১২

“আর যে মানুষের জীবন জীবিত করে সে যেন সমস্ত মানুষ জাতিতে জীবিত করল।” [সূরা মায়দা: ৩২]
আর মনে রাখে নবী ﷺ-এর বাণী:

« مَنْ نَفَسَ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ ». الطبراني في الكبير.

“যে তার ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করে আল্লাহ তা’য়ালা সে জন্য তার কিয়ামতের বিপদসমূহ দূর করবেন।” [তবারানী]

আরো নবী ﷺ-এর বাণী:

« أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ». الطبراني في الكبير.

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যে মানুষের জন্য বেশি উপকারী।” [তবারানী]

আরো নবী ﷺ-এর বাণী:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ». متفق عليه.

“প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব, প্রতিটি মানুষের জন্য তাই যা সে নিয়ত করে।” [বুখারী ও মুসলিম]

২. বাড়ফুঁকের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে এবং নতুন নতুন আবিষ্কৃত পস্থা ত্যাগ করতে হবে। নবী ﷺ বলেন:

« قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنْهَارَهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ ». أحمد وغيره.

“আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট পরিস্কার দ্বিনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি, যার রাত দিন সমান। এ থেকে বাঁকা পথ ধরবে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই।”

নবী ﷺ আরো বলেন:

« وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ». رواه النسائي في الكبرى.

“সবচেয়ে জঘন্য জিনিস হলো (দ্বিনের মাঝে নব আবিষ্কৃত) জিনিস। আর প্রতিটি বিদাত গুমরা তথা ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।”

আর যে সকল অবিজ্ঞতা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত না তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো সেগুলো আকিদা ও শয়রিত বিষয়ে অবিজ্ঞ আলেমদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। নবী ﷺ বলেন:

« اغْرَضُوا عَلَيَّ رُفَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ ». رواه مسلم.

“তোমাদের ঝাড়ফুকগুলো আমার নিকট পেশ কর।
এর মধ্যে যেগুলো শিরক মুক্ত সেগুলোতে কোন
অসুবিদা নেই।” [মুসলিম]

তাহলে বুঝা গেল আলেমদের সঙ্গে গভির সম্পর্ক ও
শিরক না হওয়া জরুরি।

৩. রাকীকে (ঝাড়ফুককারী) একজন আদর্শবান
ব্যক্তি হতে হবে। বর্তমান বাজারে যারা এ কাজ
করে তাদেরকে রেজাল শাস্ত্রের মাপডাঙে মাপলে
দেখা যাবে অধিকাংশই মাস্তুরুল হাল তথা এদের
অবস্থা সম্পর্কে অজানা। রোগীর জন্য
চিকিৎসককে ইবাদত ও লেনদেনে প্রতিটি কাজে
উত্তম আদর্শ হওয়া জরুরি। কারণ তিনি রোগীকে
সর্বদা বেশি বেশি এবাদত ও জিকির করার জন্য
নির্দেশ করবেন। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

} |{ z y x w v u t [

~ ৬৬ البقرة: ৬৬

“তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ কর আর নিজেদেরকেই ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর।” [সূরা বাকারা:৪৪]

সমস্যার শুরু হলো যখন চিকিৎসক রোগীর অন্তর ও অবস্থার দিকে না দেখে পকেটের দিকে দেখে। দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝাড়ফুক করে যা আজকালের বাস্তব অবস্থা।

৪. ঝাড়ফুক চিকিৎসার পূর্বে দা'ওয়াত। রোগীর মাঝে আসরকৃত জিনকে জ্বালানো-পুড়ানো ও তাড়ানোর পূর্বে তাকে হেদায়েতের জন্য দা'ওয়াত করতে হবে। আর রোগীর চিকিৎসার পূর্বে তার আকিদা ও ঈমান মজবুত করার জন্য দা'ওয়াত করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে শয়তান দুই প্রকার: মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান।

৫. রোগীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস করা। বেশিরভাগ মানুষ আজ যখন আল্লাহ তা'য়ালা থেকে দূরে সরে গেছে তখন তাদের জীবনে নেমে এসেছে তিজ ও কঠিন অবস্থা। আর তাদের উপর বিস্তার লাভ করেছে মানুষ ও জিন শয়তানরা।

চিকিৎসার সাথে সাথে তওবার জন্য পরামর্শ দিয়ে তার জীবনের ধারাকে সঠিক পথে প্রচালিত করা রোগীর জন্য অনেক উপকারী। এ ডোজ তার মনে আশার সঞ্চার করবে এবং নিরাশা দূর হবে।

৬. রোগীর মাঝে আত্মবিশ্বাস বপণ করা। রোগীর ভিতরে প্রশান্তি এবং প্রথমত তার প্রতিপালকের সঙ্গে গভির সম্পর্ক ও দ্বিতীয়ত নিজের উপর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রোগীর যা হয়েছে তা ভুল হওয়ার ছিল না। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং তাঁর ভালবাসার প্রমাণ। কারণ হাদীসে আছে আল্লাহ তা'য়ালার যাকে ভালবাসেন তাকে রোগ-শোক দেন। মানুষ যখন মানসিকভাবে দুর্বল থাকে তখন শয়তান তার ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে।
৭. ভবিষ্যত জীবন আল্লাহ তা'য়ালার হাতে সে নিয়ে চিন্তা না কর। রোগী যখন তার আগামী দিনগুলো নিয়ে চিন্তা করে কি হবে তার? কখন ভাল হবে? তখন শয়তান তার মাঝে প্রবেশ করে আজেবাজে

চিন্তা, শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ভয়ানক কুমন্ত্রনা জাগাতে থাকে। এ সময় রোগী তার জীবন ও তকদির সম্পর্কে সন্দেহ ও আঁধারে পড়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। আর এর ফলে তার রোগ বাড়তে থাকে। রোগী তখন নবী ﷺ-এর বাণী:

« مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سَرِيهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَبِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ». رواه الترمذي.

“যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে নিরাপদে, শরীর সুস্থ এবং তার নিকট দিনের খোরাকী অবস্থায় প্রভাত করে তার জন্য যেন দুনিয়ার সবকিছুই সুবিধাদি পূর্ণ করা হলো।” [তিরমিযী হা: নং ২৩৪৭]

তাহলে নিরাপদ, সুস্থতা ও দিনের খোরাকী পূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি যা আল্লাহর হাতে এবং এর ভবিষ্যতের কার্যাদির জন্য তাড়াহুড়া করা দুর্বল ঈমানের পরিচয়। আর মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া আল্লাহর নিয়ম।

আল্লাহ তা‘য়ালার বাণী:

Z } | { z y x w v u t s [
 العنكبوت: ٢

“মানুষ কি মনে করেছে তারা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে! তারা পরীক্ষিত হবে না?” [সূরা আনকাবূত:২]

আর নবী ﷺ-এর বাণী:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَّهَا ». رواه مسلم.

“কোন মুসলিম বান্দার রোগ ইত্যাদি হলে তার দ্বারা আল্লাহ তা‘য়ালা তার পাপকে ঝড়িয়ে দেন যেমন গাছ তার পাতাকে ঝড়াই।” [মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় আছে:

« حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ». رواه الترمذي.

“এমনকি সে জমিনে উপর পাপমুক্ত অবস্থায় বিচারণ করতে থাকে।” [তিরমিযী]

সে যে আল্লাহর অনুমতিতে আরোগ্য লাভ করবে “জমিনে বিচারণ করবে” এ কথা দ্বারা প্রমাণিত।

৮. রোগ নির্ণয়ের সময় রোগীকে সন্দেহ ও সংশয়ে না ফেলা। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে রোগীর মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি না করা। ধারণা করে কিছু না বলা; কারণ ধারণা ভাল কিছু বয়ে আনে না। আর অজানা ও ধারণা করে বলা নিষেধ। রোগের মূল কি জানা চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি শারীরিক ও শয়তানী একই সাথে হয়, যা সচারচর হয়ে থাকে, তবে সঠিক পদ্ধতিতে শয়তানকে তাড়িয়ে শারীরিক চিকিৎসার জন্য অবিজ্ঞ ডাক্তারদের নিকট পাঠাতে হবে। কুরআন যা মূল চিকিৎসা এবং ঔষধ দুইটির দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। যেমনভাবে করেছিলেন নবী ﷺ সা‘দের সাথে। সা‘দ [رضي الله عنه] বলেন: আমি অসুস্থ হলে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বুকের মধ্যভাগে রাখেন। এমনকি আমি তাঁর হাতের ঠাণ্ডা আমার অন্তরে অনুভব করি। আর তিনি আমাকে বলেন:

«إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُوذٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ
يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بَنَوَاهُنَّ
ثُمَّ لِيَلِدَنَّكَ بِهِنَّ». رواه أبو داود.

“তুমি হৃদরোগগ্রস্ত মানুষ। অতএব, তুমি ছকীফের
ভাই হারেছ ইবনে কালাদার নিকট যাও। সে একজন
ডাক্তার। আর তুমি মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর
নিয়ে সেগুলোর আঁটিসহ চূর্ণ করে পানিতে মিশিয়ে
পান করবে।” [আবু দাউদ হা: নং ৩৮৭৫]

৯. অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হলো অবসর থাকা।

নবী [ﷺ] বলেন:

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».
رواه البخاري.

“দু’টি নেয়ামতের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ প্রতারিত
হয়: সুস্থতা ও অবসর সময়।” [বুখারী]

অবসর থাকার কারণে মানসিক রোগ জন্ম নেয়,
শয়তানী প্রভাব বিস্তার এবং নোংরা ও কঠিন রোগের
আস্তানা হয়ে পড়ে। ইমাম শাফে‘য়ী (রহ:) বলেন:

যদি তুমি তোমার নাফসকে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখ
তাহলে সে তোমাকে নোংরা কাজে ব্যস্ত করবে।

অতএব, টেনশন, হিংসা ও ভয়-ভীতির অনুভূতি
অবসর থেকেই হয়ে থাকে। এর জন্য বাথ রুমের
প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া সর্বদা আল্লাহর জিকির করার
জন্য রোগীকে পরামর্শ দিতে হবে। যখন আল্লাহর
জিকির করবে তখন অন্য কোন ওয়াসওয়াসা বা
টেনশন কিংবা বাজে কোন চিন্তা-ভাবনা আসবে না।

চিকিৎসা

**প্রথমত: বদনজর, জাদু ও জিন থেকে বাঁচার
উপায়:**

বদনজর, জাদু ও জিন থেকে বেঁচে থাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের জিকির ও দু'য়ার মাধ্যমে নিজেকে হেফাজত রাখা সম্ভব। আর সংক্ষেপে তা হচ্ছে:

১. নিয়মিত প্রতি ফরজ সালাতের পর ও ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।
২. সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতি ফরজ সালাতের পর একবার করে ও সকাল-বিকাল এবং ঘুমের সময় তিনবার করে সর্বদা পাঠ করা।
৩. সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত রাত্রে প্রথমে বা ঘুমানর সময় প্রতিদিন পাঠ করা।
৪. তিনবার করে ১১, ১২, ১৫ ও ১৭ নং এর দু'য়াগুলো নিয়মিত সকাল-বিকাল পাঠ করা।

৫. নতুন কোন জায়গায় অবতরণ করলে ১৮ নং দু'য়াটি পাঠ করা।
৬. সকাল-বিকাল জিকিরগুলো নিয়মিত পাঠ করা।
৭. ফরজ সালাতের পর পঠনীয় জিকিরসমূহ নিয়মিত পাঠ করা।
৮. বাড়ীতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা।
৯. ঘর-বাড়ীকে আত্মাবিশিষ্ট সর্বপ্রকার ছবি এবং মূর্তী ও কুকুর হতে মুক্ত রাখা।

দ্বিতীয়ত: বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসা:

১. জাদুর স্থান জানার চেষ্টা করা এবং সেখান হতে জাদুর জিনিসগুলো বের করে সেগুলোর উপর ৭ নং এর আয়াতসমূহ পাঠ করে তা জ্বালিয়ে দেওয়া। জাদুর জন্য ইহা হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসা।
২. সূরা ফাতিহা।
৩. সূরা বাকারার প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত।
৪. আয়াতুল কুরসী।
৫. সূরা বাকারার শেষের তিন আয়াত।
৬. সূরা ইউসুফের ৬৪ নং আয়াত।
৭. চার কুল: সূরা কাফিরন, এখলাস, ফালাক ও নাস। (তিনবার করে)
৮. সূরা আ'রাফের ১১৭ হতে ১১৯ আয়াত পর্যন্ত, সূরা ইউনুসের ৭৯ হতে ৮২ আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা ত্বহার ৬৫ হতে ৬৯ আয়াত পর্যন্ত।

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ».

৯. আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআনা লাকালহামদ,
লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল মান্নান, বাদী'উস
সামাওয়াতি ওয়াল আরয, ইয়া যাল জালালি
ওয়ালইকরাম, ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ূম ।

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَتَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. »

১০. আল্লাহ্‌ম্মা ইন্নী আসআলুকা আনী আশহাদু
আনাকা আন্তাল্লাহ্‌ লা ইলাহা ইল্লা আন্তাল
আহাদুস স্বমাদ, আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম
ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ্ ।

« أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمَزِهِ
وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. »

১১. আ'উযু বিল্লাহিস সামী'উল 'আলীম
মিনাশশায়ত্ব-নির রজীম, মিন হামজিহী
ওয়ানাফখিহী ওয়ানাফছিহ্ ।

« بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ».

১২. বিসমিল্লাহি আরক্বীক্, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাসিদ, আল্লাহ ইয়াশফীক, বিসমিল্লাহি আরক্বীক।

« امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت »
« . أخرجه البخاري .

১৩. ইমসাহিল বা'সা রব্বান্নাস, বিইয়াদিকাশ শিফা', লা কাশিফা লাহু ইল্লা আন্তা।

« بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».

১. বুখারী হাদীস নং : ৫৭৪৪

১৪. বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়ায়ুররু মা'আসমিহী
শাইউন ফিলআরযি ওয়ালা ফিসসামায়ি ওহুয়াস
সামী'উ 'আলীম। (তিনবার)

« بِسْمِ اللَّهِ يُبْرِكُ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ».

১৫. বিসমিল্লাহি ইউবরীকা ওয়ামিন কুল্লি দায়িন
ইয়াশফীক, ওয়ামিন শাররি হাসিদিন ইয়া
হাসাদ, ওয়াশাররি কুল্লি যী 'আইন।

« بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ ».

১৬. বিসমিল্লাহ্ (তিনবার) আ'উযু বি'ইজ্জাতিল্লাহি
ওয়াকুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া
উহাযির। (সাতবার) [শরীরের কোন স্থানে ব্যথা
হলে সে জায়গায় হাত রেখে বলতে হবে।]

« أَذْهَبِ الْبَأْسَ، رَبِّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ».

১৭. আযহিবিল বা'স, রব্বান্নাস, ওয়াশফি
আন্তাশশাফী, লাা শিফায়া ইল্লাা শিফাউক্,
শিফায়ান লাা ইউগাদিরু সাকুমা ।

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ
عَيْنٍ لَامَّةٍ ».

১৮. আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাহ, মিন কুল্লি
শায়ত্ব-নিন ওয়াহাম্মাহ, ওয়ামিন কুল্লি 'আইনিন
লাম্মাহ ।

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ».

১৯. আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন
শাররি মাা খলাক্ । (তিনবার)

« أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ ».

২০. আসআলুল্লাহিল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল
'আযীম, আয়ইয়াশফীক্ । (সাতবার)

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ
إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.»

২১. আল্লাহুস্মা স্বল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া‘আলা
আলি মুহাম্মাদ, কামা স্বল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীম
ওয়া‘আলা ‘আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা
হামীদুস্মাজীদ, আল্লাহুস্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ
ওয়া‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা
‘আলা ইবরাহীম ওয়া‘আলা আলি ইবরাহীম,
ইন্নাকা হামীদুস্মাজীদ।

নোট:

১. উপরের সূরাগুলো, আয়াত ও দু‘য়াসমূহ রোগী ও
জমজম বা বৃষ্টির পানি এবং জায়তুন ও
কালোজিরার তেল ও খাঁটি মধুতে পড়ে পড়ে একই
সাথে ফুঁকাবে।
২. জমজমের পানি নিয়ত করে নিয়মিত পান করবে।
৩. সাতটি কাঁচা কুলপাতা বেঁটে পড়া পানিতে মিশিয়ে
সাত দিন কিছু পান করবে এবং অবশিষ্ট দ্বারা

গোসল করবে। প্রয়োজনে সাত দিনের বেশীও করতে হবে।

৪. জায়তুন ও কালোজিরার তেল খাবে, পান করবে ও মাথা, মুখে ও সমস্ত শরীরে মাখবে।
৫. মধু খালি পেটে খাবে অথবা পানি কিংবা দুধের সাথে মিশিয়ে প্রয়োজন মোতাবেক পান করবে।
৬. দম করা পানি, তেল ও মধুর সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মিশালেই চলবে। তবে নতুন করে আবারো দম করে নেয়া উত্তম।

সকাল-বিকাল বিশেষ পঠনীয় অজীফা

[ফজর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং আসর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত বিকাল]

১. সূরা এখলাস, ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

[তিনটি সূরা সকাল-বিকাল তিনবার করে পড়লে সবকিছু থেকে নিরাপদে থাকবে] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৮২৯]
[আয়াতুল কুরসী সকাল-বিকাল একবার করে পড়লে জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে] [হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্বারানী]

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ
الْتُّشُورُ (و فِي الْمَسَاءِ يَقُولُ) : اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا
وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

২. আল্লাহুমা বিকা আসবাহ্না, ওয়াবিকা আমসাইনা,
ওয়াবিকা নাহইয়া ওয়াবিকা নামূত, ওয়াইলাইকান্নুশূর।
[বিকালে বলবে:] আল্লাহুমা বিকা আমসাইনা, ওয়াবিকা
আসবাহ্না, ওয়াবিকা নাহইয়া ওয়াবিকা নামূত, ওয়া
ইলাইকালমাসীর। [বুখারী আদাবুল মুফরাদে, সনদ সহীহ হা: ১১৯৯]

« بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ».

৩. বিস্মিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মা'আস্মিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা ফিস্সামা', ওয়াহুয়াস সামী'উল 'আলীম।

[সকাল-বিকাল যে তিনবার পড়বে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৬৯৮]

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ».

৪. আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শারির মা খলাক্।

[যে সন্ধ্যায় তিনবার বলবে, সে রাতে কোন বিষধর তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [মুসলিম হা: ২৭০৯]

« حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ».

৫. হাস্বিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু, 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্লাতু ওয়াহুয়া রব্বুল 'আরশিল 'আযীম।

[সকাল-বিকাল যে সাতবার পড়বে আল্লাহ তার দুনিয়া-
আখেরাতে যা প্রয়োজন তা যথেষ্ট করে দিবেন।] [হাদীসটি
মাওকুফ সহীহ, আবু দাউদ, শাইখ জায়েদ আবু বকর (রহ:)-
এর তাসহীহদদু'য়া: পৃ: ৩৩৪]

« يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَعِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ، وَلَا تَكْلِبْنِيْ إِلَى
نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ. »

৬. ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বইয়ুমু বিকা আস্তাগীস, আশ্বলিহ
লী শা'নী, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা
'আয়ন্। [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে' হা: ৫৮২০]

« اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ
فِيْ بَصْرِيْ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. »

৭. আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা
'আফিনী ফী সাম'য়ী, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী
বাস্বরী, লা ইলাহা ইল্লা আন্ত। [তিনবার]
[হাদীসটি হাসান, সহীহ আবু দাউদ হা: ৪২৪৫]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ
 اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ
 خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ
 أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.»

৮. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফীয়াতা
 ফিদ্দুনয়া ওয়ালআখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী
 আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফীয়াতা ফী দ্বীনী
 ওয়া দুন্য়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাসতুর
 ‘আওরাতী ওয়া আমিন রাও‘আতী,
 আল্লাহুম্মাহ্ফাযনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন
 খলফী, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী, ওয়া ‘আন শিমালী,
 ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ‘উযু বি‘আযামাতিকা ‘আন্
 উগতালা মিন তাহ্তী । [হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু দাউদ হা:
 ৪২৩৯]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.»

৯. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান্ নাফি'আ, ওয়ারিজক্ন্ ত্বইয়িবা, ওয়া'আমালান মুতাক্ব্বালা।
[হাদীসটি সহীহ, সুনানে ইবনে মাজাহ হা: ৯২৫]

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.»

১০. আল্লাহুম্মা আস্তা রব্বী লা ইলাহা ইল্লা আনত্, খলাক্বতানী ওয়াআনা আব্দুক, ওয়াআনা 'আলা 'আহ্দিك, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আ'উযু বিকা মিন্ শাররি মা সনা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়াআবুউ লাকা বিযামবী, ফাগফির লী ফাইনাল্ লা ইয়াগফিরযযুনূবা ইল্লা আনত্।
[যে ব্যক্তি একিন সহকারে সকাল-বিকাল একবার করে পড়বে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।]
[বুখারী হা: ৬৩২৩]

ফরজ সালাতের পর পঠনীয় অজীফা

« أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ».

১. আস্তাগফিরুল্লাহ্ । (তিনবার) [মুসলিম]

« اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَإِلْكَرَامِ ».

২. আল্লাহুম্মা আস্তাস্সালাম, ওয়া মিনকাস্সালাম,
তাবারকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম।
[মুসলিম]

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».

৪. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহ্,
লাহ্‌লমুলকু ওয়ালাহ্‌লহামদ্, ওয়াহ্‌য়া 'আলা কুল্লি
শাইয়িন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা
আ'ত্বইত্, ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'ত্, ওয়ালা

ইয়ানফা'উ যালজাদি মিনকাল জাদ্দ। [বুখারী ও মুসলিম]

« لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. »

৫. লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ্, লাহ্ননি'মাতু ওয়ালাহলফায়লু ওয়ালাহুছ ছানাউলহাসান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন। [মুসলিম]

« سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. »

৬. সুবহানাল্লাহ্, ওয়ালাহামদুল্লাহ্, ওয়াল্লাহ্ আকবার। [৩৩ বার]

Ø একশতবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. »

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ্,
লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহ্‌য়া ‘আলা কুল্লি
শাইয়িন ক্বদীর ।

[যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর এ দোয়াটি পরবে তার
পাপরাজি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা মাফ করে দেয়া
হবে ।] [মুসলিম]

Ø ফজর ও মাগরিবে উল্লেখিত দোয়াগুলোর সাথে
নিম্নের দোয়াটি দশবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي
وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

৭. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ্,
লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ, ইউহয়ী ওয়া
ইউমীত্, ওয়াহ্‌য়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর ।

[আহমাদ ও তিরমিযী]

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

عَلِمَهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.»

৮. আল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বইয়ুম,
লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম, লাহু মা
ফিস্সামাওয়াতি ওয়া মা ফিলআরয্, মান যাল্লাযী
ইয়াশফা'উ ইন্দাহু ইল্লা বিইয়নিহ্, ইয়া'লামু মা
বাইনা আইদীহিম ওয়া মা খলফাল্হম, ওয়া লা
ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহ্, ইল্লা বিমা শাআ
ওয়াসি'য়া কুরসিইয়ুহ্ সাসামাওয়াতি ওয়ালআরয্,
ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল 'আলিইয়ুল
'আযীম।

[যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার
এবং জানাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাধা থাকবে না।]
[সহীহুল জামে': ৫/৩৩৯]

৯. সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ ও সূরা নাস একবার
করে পড়বে। তবে ফজর ও মাগরিবের পরে তিনবার
করে পড়বে। [আবু দাউদ ও নাসাঈ]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ].Z

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্, আল্লাহ্‌স্বমাদ্, লাম ইয়ালিদ
ওয়া লাম ইউলাদ্, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্
আহাদ্ ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ].Z

কুল আ-উয়ু বিরবিবল ফালাক্, মিন শাররি মা খলাক্,
ওয়া মিন শাররি গ-সিক্বিন ইয়া ওয়াক্বাব্, ওয়া মিন
শাররিন্ নাফাসাতি ফিল 'উক্বাদ্, ওয়া মিন শাররি
হাসিদিন্ ইয়া হাসাদ্ ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ]

কুল আ'উযু বিরবিবিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস,
মিন শার্রিল ওয়াস্‌ওয়াসিল খন্নােস, আল্লাযী
ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্নাস, মিনাল জিন্নাতি
ওয়ান্নাস ।

নিরাপদে থাকার জন্য আরো কিছু জরুরি দোয়া ও অজীফা:

উপরে বর্ণিত দোয়া ও জিকিরগুলো ছাড়াও কিছু জরুরি অজীফা উল্লেখ করা হলো। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়মিত মেনে চলবে (ইন শাআল্লাহ) সে নিরাপদে থাকবে।

২ শয়তান থেকে সন্তানের নিরাপদের জন্য স্ত্রী
সহবাসের সময় দোয়া:

« بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
«متفق عليه.»

“বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়ত্ব-না
ওয়াজান্নিবিশ্ শায়ত্ব-না মা রজ্বক্বতানা।”
[বুখারী ও মুসলিম]

২ শয়তান হতে নিরাপদে থাকার জন্য সকাল-বিকাল
একশবার পঠনীয় অজীফা:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». متفق عليه.

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,
লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া ‘আলা কুল্লি
শাইয়িন ক্বদীর।” [বুখারী ও মুসলিম]

২ কোন ব্যক্তি বা জিনিস দেখে ভাল লাগলে বা
আশ্চর্য হলে কিংবা হিংসা হলে তাতে নজরলাগা
হতে বাঁচার জন্য দোয়া:

« بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ ».

অনুপস্থিত হলে: “বারকাল্লাহু ফীহু।” বা “বারকাল্লাহু
লাহু” আর উপস্থিত হলে: “বারকাল্লাহু ফীকু”

২ দ্বিনী বা দুনিয়াবী কিংবা শারীরিক, সামাজিক,
মানসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যে কোন হতে
পিড়িত ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিপদ দেখে তা থেকে
নিরাপদ থাকার দোয়া:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً». رواه الترمذي.

“আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী ‘আফানী মিস্মামতালাকা বিহ্, ওয়াফায্যালানী ‘আলা কাছীরিন মিস্মান খলাক্বা তাফযীলা।” [তিরমিযী হা: নং ৩৪৩২, সহীহ তিরমিযী: ৩/১৫৩]

অনুপস্থিত ব্যক্তি হলে: মিস্মামতালাকা বিহ্,-এর স্থানে “মিস্মামতালাহ্ বিহ্” বলবে।

২ মানুষ ও জিন শয়তান থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বাড়ী হতে বাহির ও প্রবেশের অজীফা:

«سَمِ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ». أخرجه أبو داود والترمذي.

“বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু ‘আলান্নাহ্, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।” [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

«اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضِلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزِلَّ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ». رواه أهل السنن.

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আজিল্লা আও উজাল্লা, আও আযলিমা

আও উযলামা, আও আজহালা আও উজহালা
‘আলাইয়া।’ [চারটি সুনানগ্রন্থ যথা: আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী
ও ইবনে মাজাহ]

২ বাড়ীতে প্রবেশের সময় শয়তান সঙ্গী না হওয়ার
জন্য অজীফা:

« بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكَّلْنَا
« . أبو داود.

“বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়াবিসমিল্লাহি খরজনা,
ওয়া‘আলাল্লাহি রবিবনা তাওয়াক্কালনা।” এরপর
পরিবারকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। [আবু দাউদ]

২ নতুন কোন জায়গার সর্বপ্রথম অনিষ্ট থেকে বাঁচর
জন্য সে স্থানে অবতরণ কালের দোয়া:

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». أخرجه مسلم.

“আ‘উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি
মাা খলাক্ব।” [মুসলিম]

২ নিজে বা সন্তান ঘুমের মাঝে ভয় পেলে তার
দোয়া:

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». أبو داود والترمذي.

“আ‘উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন গযাবিহী
ওয়া ‘ইক্ব-বিহী ওয়া শাররি ‘ইবাদিহ্, ওয়া মিন
হামাজাতিশ্ শায়াত্বীনি ওয়াআয়ঁ ইয়াহ্যুরুন।”

[হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩৮৯৩ মূল শব্দগলি তিরমিযীর
হাদীস নং: ৩৫২৮]

২ মসজিদে প্রবেশকালে পঠনীয় অজীফা:

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». أخرجه أبو داود.

(১) “আ‘উযু বিল্লাহিল ‘আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল
কারীম, ওয়াসুলত্ব-নিহিল ক্বদীম মিনাশ্ শায়ত্ব-নির
রজীম।” [আবু দাউদ]

« بِسْمِ اللَّهِ » « وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ » « اللَّهُمَّ
 افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ».

(২) “বিসমিল্লাহ্,^১ ওয়াস্‌স্বলাতু ওয়াস্‌সালামু ‘আলা
 রসূলিল্লাহ্,^২ আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়াবা
 রহমাতিক্।^৩”

^২ মসজিদ হতে বাহির হওয়ার সময়ের অজীফা:

« بِسْمِ اللَّهِ » « وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ » « اللَّهُمَّ
 إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » « اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ ».

“বিসমিল্লাহ্, ওয়াস্‌স্বলাতু ওয়াস্‌সালামু ‘আলা
 রসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুক মিন

^১ ইবনুস সুনী, হা: নং ৮৮ শাইখ আলবনী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন,
 আছছামারুল মুস্তাত্বব: ৬০৭ পৃ: দ্র:

^২ আবু দাউদ হা: নং ৪৬৫, সহীহুল জামে': ১/৫২৮ দ্র:

^৩ মুসলিম হা: নং ৭১৩

ফায়লিক^১ আল্লাহুম্ম‘সিমনী মিনাশশায়ত্ব-নির
রজীম।”

২ ঘুম থেকে উঠার পর অজীফা:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ التُّشُورُ ».

(১) “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা‘দা মা
আমাতানা, ওয়া ইলাইহিন্নুশূর।” [বুখারী হা: নং ৬৩১৪ ও
মুসলিম হা: নং ২৭১১]

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ
لِي بِذِكْرِهِ ».

“আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী ‘আফানী ফী জাসাদী,
ওয়ারাদ্দা ‘আলাইয়া, রুহী ওয়া আযিনা লী
বিযিকরিহ্।” [তিরমিযী হা: নং ৩৪০১ সহীহ তিরমিযী:৩/১৪৪]

২ কাপড় পরিধানের দোয়া:

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ)، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ

^১. মুসলিম হা: নং ৭১৩

حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ».

“আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা (আছছাওবা) ওয়ারজাকুনীহি মিন গইরি হাওলিমমিন্নী ওয়ালাা কুওওয়াহ্ ।” [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসান: ইরওয়াউল গালীল-আলবানী:৭/৪৭]

২^২ যেসব সময় কাপড় খুললে আওরত প্রকাশ পায় সেসব সময় শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দোয়া:

« بِسْمِ اللَّهِ »

“বিসমিল্লাহ্ ।” [তিরমিযী হা: নং ৬০৬, সহীহুল জামে':৩/২০৩]

২^২ আয়না দেখার অজীফা:

« اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي » . أحمد والبيهقي.

“আল্লাহুম্মা আহ্‌সানতা খলক্বী, ফাআহ্‌সিন খুলুক্বী ।” [আহমাদ, বাইহাকী, হাসীসটি সহীহ, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী:৩/৮ হা: নং ২৬৫৭]

২^২ টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দোয়া:

« بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ».

“বিসমিল্লাহ্”, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ“উযুবিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাইছ।”^২

২ টয়লেট হতে বের হয়ে দোয়া:

« غُفْرَانِكَ ».

“গুফর-নাক্।”

[আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু দাউদ-আলবানী:১/১৯]

২ অজুর পূর্বের দোয়া:

« بِسْمِ اللَّهِ ».

“বিসমিল্লাহ্।”

[আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল-আলবানী:১/১২]

২ অজুর পরের দোয়া:

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».

^১. সাঈদ ইবনে মানসূর: ফাতহুলবারী- ইবনে হাজার:১/২৪৪

^২. বুখারী হা: নং ১৪২ মুসলিম হা: নং ৩৭৫

“আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়াআশহাদু আনা মুহাম্মাদন ‘আব্দুহু ওয়ারসূলুহু।” [মুসলিম হা: নং ২৩৪]

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

“আল্লাহুম্মাজ‘আলনী মিনাত্তাওওয়াবীনা ওয়াজ‘আলনী মিনালমুতাভ্বহীরীন।” [তিরমিযী: ১/৭৮ হা: নং ৫৫ সহীহ তিরমিযী-আলবানী: ১/১৮]

২ আজানের অজীফা:

মুয়াজ্জিন সাহেব যা বলবেন হুবহু তাই বলতে হবে। কিন্তু “হাইয়া ‘আলাসম্বলাহু ও হাইয়া ‘আলাফালাহু” বলার সময় বলবে:

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

(১) “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহু।” [বুখারী হা: ৬১১ মুসলিম হা: নং ৩৮৩]

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».

(২) “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা

শারীকা লাহ্, ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহু ওয়ারসূলুহ্, রযীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়াবিমুহাম্মাদিন রাসূলা, ওয়াবিলইসলামি দ্বীনা।’” [মুসলিম হা: নং ৩৮৬]

(৩) এরপর নবী ﷺ-এর প্রতি দরুদে ইবরাহীম পড়বে। [মুসলিম: ১/২৮৮ হা: নং ৩৮৪]

« اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ الْفَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ».

(৪) “আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা‘ওয়াতিত্ তাম্মাহ্, ওয়াসস্বলাতিল্ ক্ব-য়িমাহ্, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ্, ওয়াব্‘আছ্ছ মাক্ব-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া‘আত্তাহ্।” [বুখারী]

^১. ইহা মুয়াজ্জিনের শাহাদাতাইন বলার সময় বলতে পারে অথবা আজান শেষে দরুদ শরীফের পরে বলতে পারে।

জাদু ও জিনের ঝাড়ফুকের আয়াতসমূহ

[وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ إِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
 ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَعَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا
 صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ ! " # \$
 [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ١١٩-١٢٢-١١٩]

, + *) (' & % \$ # " ! [
 98 76 54 3 2 1 0 / . -
 G F E D C B A @ ? > = < ;
 : يونس Z N M L K J I H

[سُورَةُ الْاٰنۡعَامِ: ٩٥-٩٢]

√ . - , + *) (' & % \$ # " ! [
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 J I H G F E D C B A @ ? > =

YX WV US RQ PN ML K

[সূরা ত্বাহা:৬৫-৬৯] طه ZZ

*) (& % \$ # " ! [

1 0 / . - , +

< ; : 8 7 6 5 4 3 2

HG F D C B A @ ? > =

T SRQ POM L K J I

_] \ [Z Y W V U

kj ih g f edcb a `

[সূরা البقرة: Zs r q pn ml

বাকার:১০২]

*) (' & % \$ # " ! [

4 3 2 1 0 / . - , +

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
 M L K J I H G F E D C B
 Z Y X W V U T S R Q P O

[সূরা স্বফাত:১-১০] الصافات: Z

*) (' & % \$ # " ! [
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ; +
 C B A @ ? > = < ; : 9 8
 N M L K J I H G F E D
 Z Y X W V U T S R Q P O
 h g f e d c b a ` _ ^] \ [

[সূরা আহকু-ফ:২৯-৩২] الأحقاف: Z k j i

{ ~ } | { [
 وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۗ تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَكْذِبَانَ ﴿٣٤﴾ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿٣٥﴾

[সূরা আররহমান:৩৩-৩৫] ز الرَّحْمَنِ: ৩৩-৩৫
 ﴿٣٦﴾ فَيَأْتِيءَ آءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ﴿٣٧﴾

~ أَمَّا خَلْقَنكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿١١٥﴾ Z

[সূরা মুমিনূন:১১৫] المؤمنون:

আরোগ্যলাভের অরো কিছু ঝাড়ফুঁকের আয়াত:

^] \ Z Y X W V U T S [

: البقرة Z i h g f d c a

[সূরা বাকারা:১৩৭]

w v u t s r q p o n m l [

[সূরা কালাম:৫১] الفلم: Z X

E D C A @ ? > = < ; : 9 [

[সূরা النساء: ৫৪] Z L K J I H G F

নিসা:৫৪]

~ } | { z y x w v u t [

[সূরা বনি ইসরাঈল: ৮২] Z ﴿٨٢﴾ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

[وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا ﴿٢٠﴾ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ءَأَعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ ءَاذَانِهِمْ وَفَرُّهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًّۙ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

[সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৪৪] Z ﴿٤٤﴾ فصلت:

মৃত অন্তরের জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ

c b a ` _ ^ \ [Z [

[সূরা বাকারা: ৭৩|৭৩] البقرة: Z f e d

) (' & % \$ # " ! [

7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

B A @ ? > = < ; : 9 8

J I H G F E D C

[সূরা বাকারা: ১৬৪] Z L K البقرة: ١٦٤

t s r q p o n m l k j [

وَلَنِكَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ Z البقرة: ٢٤٣

[সূরা বাকারা: ২৪৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

بِأَمْرِ اللَّهِ يُحْوَلُ بَيْنَ أَمْرِهِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ

تُحْشَرُونَ ﴿٢٤٤﴾ Z الأنفال: ٢٤٤ [সূরা আনফাল: ২৪]

/ . - , *) (' & % \$ # " ! [

[সূরা নাহল: ৬৫] Z 2 1 0 النحل: ٦٥

c b a ` _ ^] \ [Z Y [

Z l k j i h g f d

[সূরা নাহল: ৯৭] ৯৭ النحل: ٩٧

. - , + *) (' & % \$ # " ! [

[সূরা হাজ্জ: ৬] الحج: ٦

G F D C B A @ ? > [

[সূরা হাজ্জ: ৬৬] الحج: ٦٦

[সূরা শু'রার: ৮১] الشعراء: ٨١

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

[সূরা রুম: ২৪] الروم: ٢٤

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

[সূরা রুম: ৪০] الروم: ٤٠

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ وَالَّذِي يُبَيِّنُ ثَمَرَاتِ الْبَرِّ ۚ

[সূরা রুম: ৫০] ٥٠

سَحَابًا فَسَقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
 [সূরা ফাতির: ৯] فَاطِرُ Z ﴿١﴾ كَذَلِكَ النُّشُورُ
 a ` _ ^] \ [Z Y [
 [সূরা ইয়াসীন: ৩৩] ٣٣ يس Z c b
 Z | { z y x w u t s r q [
 [সূরা ইয়াসীন: ৭৯] ٧٩ يس
 + *) (' & % \$ # " ! [
 Z 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ,
 [সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৯] ٣٩ فصلت
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * [
 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 Z O N M L K J I H G F E D
 [সূরা জাসিয়াহ: ৩-৫] ٥ - ٣ الجاثية

v u t s r q p o n m l [
 Z ﴿ ۳۳ ﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ۳۳ ﴾ | { z y x w
 [الأحقاف: ۳۳] [سُورَةُ أَحْقَافٍ: ۳۳]
 y x w v u t s r q p o [
 ﴿ ۱۰ ﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ
 مَيِّتًا ﴿ ۱۱ ﴾ ﴿ ۱۱ ﴾ الخُرُوجِ ﴿ ۱۱ ﴾ Z ﴿ ۱۱ ﴾ ق: ۹ - ۱۱ [سُورَةُ ق: ۹-۱۱]
 [سُورَةُ النَّجْمِ: ۴۴] ﴿ ۴۴ ﴾ Z ﴿ ۴۴ ﴾ النجم: ۴۴ [سُورَةُ النَّجْمِ: ۴۴]
 [أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿ ۱۷ ﴾ Z ﴿ ۱۷ ﴾ الحديد: ۱۷ [سُورَةُ الْحَدِيدِ: ۱۷]
 [سُورَةُ هَٰدِيْدٍ: ۱۷]

সিনা প্রশস্তের জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ

- , + *)(' & % \$ # " ! [

5 4 3 2 1 0 / .

Z ? > = < ; : 9 8 7

[সূরা আন'আম: ১২৫, সাতবার] ۱۲۵: الأنعام

[সূরা ত্বহা: ২৫, সাতবার] طه: Z ﴿٢٥﴾ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ ﴿٢٥﴾

- , #*) (' & % \$ # " ! [

۲۲: الزمر: Z 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

[সূরা জুমার: ২২, সাতবার]

أَنْقَضَ ~ } | { z y x w v u [

ظَهَرَ ﴿٢﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ ﴿٤﴾ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴿٦﴾ فَأَرْغَبُ ﴿٨﴾ Z لثورح: ۱- ۸

[সূরা শারহ: ১-৮, সাতবার]

মনে প্রশান্তির জন্য ঝাড়ফুকের আয়াতসমূহ

[وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ۚ μ ۞]
 سَكِينَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ
 وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ Z البقرة: ٢٤٨ [সূরা বাকারা: ২৪৮]

[۞ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
 ۞ μ ۞]
 كَفَرُوا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ Z
 التوبة: ٢٦ [সূরা তাওবা: ২৬]

[} | { z y x w v u]
 ~ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا
 ۞ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
 وَأَيَّدَهُ ۚ μ ۞]
 كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ Z التوبة: ٤٠ [সূরা তাওবা: ৪০]